ভোরের কাগজ

4 JUN 2003

সমান্তরাল প্রতিচ্ছবি

মনজুরুল হক

শিক্ষার অধিকার এখন শপিংমলের সেলফে

'শিক্ষা সুযোগ নয়, শিক্ষা আমার অধিকার' স্লোগানটা এক সময় দেয়ালে দেয়ালে শোভা পেতো। ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এবং ছাত্রমৈত্রীর মতো সংগঠনগুলো এক সময় শিক্ষার অধিকার নিয়ে রাজপথ কাঁপিয়ে তুলতো। এখন তোলে না। হিপোক্র্যাসির বায়োস্কোপ দেখতে দেখতে ওরা এখন ক্লান্ত। দেখেছে কি করে 'ভাই'রা স্ট্যাবলিস্টমেন্টের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে পাতি আমলা হয়েছে, দেখেছে কি করে মাত্র ক'বছরের মধ্যেই ঘাড়ে-গর্দানে বাড়তি চর্বি জমিয়ে এলেমদার হয়েছে। হাজারো পদের শত পদের সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের কথা শুনলে মনে হবে সারা দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ওরা সবাই ফগারমেশিন কাঁধে ঝুলিয়ে দণ্ডায়মান। শিক্ষার অধিকার ছড়ানোর তরিকা এখন এই রকম। শিক্ষাটা জলে গুলে পাম্প করে ধোঁয়ার আকারে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেটা ওরা ছড়াতে চাইছে, সেটা আটপৌরে শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষাটা উঠে গেছে শপিং মলে এবং চেইনশপে। এখানে গরিবের প্রবেশাধিকার নেই। গরিবের শিক্ষার সমাপ্তি এখন বড়োজোর প্রাথমিক। ওই গণ্ডি পেরুতেই গরিবের অধিকার শেষ। এরপর শুরু ধনীদের এজমালি অধিকার। টাকার বলে, ক্ষমতার বলে।

দুই:

জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিতে প্রাপ্তির মাধ্যম দুটি। হয় ছিনতাই, নয়তো নির্লজ্জপনা করে চেয়ে-মেগে নেওয়া (ভালো ভাষায় দালালি)। এই রেজিমে ছিনতাই সহজ। জনাকয়েক মিলে প্রাতিষ্ঠানিক আর রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে কেড়ে নিলেই হলো। কেউ প্রতিবাদ করবে না। মাসিবা-প্রতিযোগার মতো কিছুটা আঁইগুঁই করে মধ্যবিত্তের মেনে নেওয়া। গ্রামের শিক্ষার চেহারা বর্ণনা না করাই ভালো। ওটাকে যারা শিক্ষা বলেন, তারা কাঁঠালের আমসত্ত্ব নির্মাণে ব্রতী। এই ঢাকা নগরীতে সরকারি কোনো কোনো স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর বেতন মাত্র ৬ টাকা। ভাবতে বেশ। মাত্র দুটো পরোটার দাম! ভর্তির খেলটা অন্যরকম। ৬ টাকা বলে প্রতি মাসে কেরানির বেতন নেওয়ায় অরুচি। তাই তিন মাস পরপর ২৮৭ টাকা। তিন মাসের বেতন ১৮ টাকা, আর ২৬৯ টাকা টিফিন! বিত্তাশিত বেসরকারি স্কুলের সর্বনিম্ন বেতন ২৫০ টাকা। ডোনেশন ৫ হাজার, সেশনচার্জ দেড় হাজার। অন্যান্য মিলিয়ে একুনে ৭ হাজার। সঙ্গে আরো ১১ মাসের জন্য ২ হাজার ৭৫০ টাকা। বছরে মোট ৯ হাজার ৭৫০-এর সঙ্গে অধুনা যোগ হয়েছে আইটি আগ্রাসন (কম্পিউটার ফি) ২ হাজার ৬০০ টাকা। মোট ১২ হাজার ৩৫০ টাকা। এর সঙ্গে ৮০০ টাকার বই, ১ হাজার ২০০ টাকার খাতা, ৯০০ টাকার পেনসিল রাবার ইত্যাদি। মোট ১৫ হাজার ২৫০ টাকা, যাতায়াত ৭৫০ ধরলে মোট ১৬ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা। দিনমজুরের মাসিক আয় আড়াই হাজার। কেরানির ৪ হাজার। এই টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা মধ্যবিত্তের তারাই রাখে, যাদের হাতে ফাইসন্ত্রাসী হওয়ার ক্ষমতা আছে। বাকিদের জন্য ইয়াদালী মাস্টারের পাঠশালা।

তিন.

পুলিশের এক ধরনের গাড়ি আছে। রেকারভ্যান। পথে কোনো গাড়ির চালক অনিয়ম করলে বা ট্রাফিকের খাই মেটাতে ব্যর্থ হলে ওই রেকার দিয়ে গাড়িটাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ছাড়াতে গেলে জরিমানা, ঘুষ ইত্যাদি দেওয়ার পর ওই রেকার ভ্যানের ড্রাইভারের বকশিশ এবং তেলের দামও পরিশোধ করতে হয়। কদিন বাদে হয়তো সন্দেহভাজন আসামিকে হাজতবাসের খরচা ভাড়াও মেটাতে হবে চলতি বাজার দরে। ইদানীং স্কুলে কম্পিউটার শেখানোর যে তামাশা শুরু হয়েছে, তাতেও ওই রেকার ভ্যানের মেথড প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভর্তি মৌসুমে পঙ্গপালের মতো পিতা-মাতা আত্মাহুতি দিতে চান এমন ৪-৫টা স্কুলে এবার কম্পিউটার তামাশা এস্তেমাল হচ্ছে। ইংরেজি নামের বাহারি এক স্কুলে প্রথমে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার ফি ধরা হলো ২ হাজার ৬০০ টাকা। অনেকটা নিলামের মতো। ছাব্বিশশ-এক, ছাব্বিশশ-দুই করেও যখন অভিভাবকে পুলকিতরা ছাড়া কেউ দিলো না, তখন মিটিং করে কমিয়ে ১ হাজার ৬০০ করা হলো। টাকাটা কেন নেওয়া হচ্ছে? না, ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটার না। অনুভব করবে রান্নাঘরের হার্ডওয়্যার, স্বামীর হার্ডবাটন এবং বহুগাত্রে আরো একটা আদমসন্তান বিয়োনো। শিক্ষার সুযোগ বা অধিকারকে সার্কিট ডায়াগ্রামের ভিতর ট্যুইস্ট করে ধাক্কাবাজরা এখানে গরিবের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এখন এইট পাস গ্রাম্য যুবক ১ হাজার ২০০ টাকা বেতনের পিয়নের চাকরির জন্য কালোকাচে ঘেরা দোকানের সামনে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ২০ টাকা খরচ করে তাকে ওই ঘর থেকে বায়োডাটা প্রিন্ট করাতে হবে। সরকারি ব্যাংকগুলোতে আগে আবেদা খাতায় ডেবিট-ক্রেডিট করে চেক ইনক্যাশ করাতে সময় নিতো ৪৫ মিনিট। সামন্তবাদী কেরানির হাতে আইটি পড়ায় এখন টাকা জমা দিতে-তুলতে সময় লাগে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। আবেদা এবং কম্পিউটার একই সঙ্গে চলছে। সরকারি অফিসে

শিক্ষার অধিকার ছড়ানোর তরিকা এখন এই রকম। শিক্ষাটা জলে গুলে পাম্প করে ধোঁয়ার আকারে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেটা ওরা ছড়াতে চাইছে, সেটা আটপৌরে শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষাটা উঠে গেছে শপিং মলে এবং চেইনশপে। এখানে গরিবের প্রবেশাধিকার নেই। গরিবের শিক্ষার সমাপ্তি এখন বড়োজোর প্রাথমিক। ওই গণ্ডি পেরুতেই গরিবের অধিকার শেষ। এরপর শুরু ধনীদের এজমালি অধিকার। টাকার বলে, ক্ষমতার বলে।

ভেঙে ফেললে মেরামতের জন্য কি শেখানো হচ্ছে? কিছুই না। গত ৫ মাসে ৪ দিন ক্লাস নিয়ে বলা হয়েছে— 'কম্পিউটার অতীব প্রয়োজনীয় এক যন্ত্রবিশেষ'!

চার.

এই দেশে কম্পিউটার শিক্ষার চূড়ান্ত গন্তব্য— সফট টাইপিস্ট। হার্ড টাইপিস্টরা আগে লোহার বাটনে ঘটাং ঘটাং করে লিখতো— সবিনয় নিবেদন এই যে... এখন সফট প্লাস্টিক বাটনে আলতো আঙুল চালিয়ে লেখে— অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে ...।

আইটি এবং আরো কিছু দাঁতভাঙা ইংরেজি শব্দ আর খানা কতক সার্কিট, চিপস, সিলিকন চিপস এবং কালারফুল মনিটর দিয়ে যারা দেশের ভাগ্য বদলে দেবার তর্জন-গর্জনে মুখে রক্ত তুলে ফেললেন তাদের বদান্যতায় জাতির নিট প্রাপ্তি অভাগা কেরানির সপ্তম শ্রেণীর কন্যার জন্য ১ হাজার ৬০০ টাকা কম্পিউটার চাঁদা। স্কুলের বাইরে যে কন্যাটি জীবনেও সফটওয়্যার কিনবে তেল্লান টেবিলের খাই-এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কম্পিউটারের তেষ্টি খাই। দশ টেবিলে খাই বাড়াটাই আইটি শিক্ষা বিস্তারের নিট ফলাফল!

পাঁচ.

আমরা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে সাধারণত ভাবি-বলি, সেগুলো তথাকথিত সাধারণ মধ্যবিত্তের। এর বাইরে এই নগরীতে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যারা সরকারি 'ক্লাস ভাগ' করা শেখায়। ও হিন্দু, তুমি মুসলমান। ও গ্রাম্য, তুমি আরবান। ও মধ্যবিত্ত, তুমি বিত্তবান। ও খালি মাথা, তুমি টুপি পরা। ও কেবলই ছাত্র, তুমি ক্যাডেট। ও স্কার্ফ পরে না, তুমি [illegible] থাকতে পারে [illegible] প্রকাশ, কিন্তু চূড়ান্ত বিভেদ শ্রেণীভেদের বীজ এখানেই বুনে দেওয়া হচ্ছে বিপুল বিক্রমে। কিছু কিছু স্কুলে আরবি শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তারা শেখায় জলশিশু নয়, পানিশিশু। জলবায়ু নয়, পানিবায়ু। জলপ্রপাত নয়, পানিপ্রপাত। নজরুল নয়, কাজী নজরুল ইসলাম। দাদাভাই নয়, আম্মাজান! এদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় কী করে শেখাতে হবে। ৩১ মে, ২০০৩ একটি ছবি ছাপা হয়েছে। একজন প্রতিমন্ত্রীর পা জড়িয়ে ধরেছে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়া। এই আদিম এলেম— পা ধরে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা, যারা এলেম আগে শিক্ষা বলে, ভণ্ডামি করে, মিথ্যা ঘোষণা করা টাকা দিয়ে অথবা বলে লাখ-কোটি টাকা ব্যয়ে গরিবের ছেঁড়া শাড়ি প্রদর্শন করা হলো। অনাহারি মানুষগুলোকে বাজারে উঠিয়ে তাদের নাম লুটে খায়। গরিবের রক্ত পানি দৈহিক তামাশার জন্য ঘণ্টায় করে। মন্ত্রীর পা ধরে বসা ওই ছেলেও বড়ো অপরাধী?

ছয়.

তো এবার তামাশা-টামাশা শিক্ষা বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা দেখুন : বগুড়ায় আওয়ামী সম্মেলন করতে দেওয়া হয়নি। জিয়ার শাহাদত বার্ষিকীতে অন না (ভো. কা. ৩১/৫/২০০৩) : কাগজে একটা ছবি ছাপা হয়েছে। চোরাচালানের সোনার বার 'স্বর্ণবার' নিয়ে হাসু হাসু মুখে জন্য পোজ দিয়েছেন। এ ধরনের পোজ দেওয়া আমাদের ভাগ্যে হয়ে উঠেছে পুলিশ-বিডিআর আসামির কোমরে দড়ি বেঁধে বসিয়ে নিজেরা দাঁড়িয়ে পোজ কোনো অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার টেবিলে ফুলের মতো সাজিয়ে পোজ শিকার করে ফেলার মতো এই শিকারিকে তুলনা করা চলে বনের সঙ্গে। সিংহ বা বাঘ নিরীহ গরু মেরে তার বুকের ওপর পা তুলে এখানে স্বর্ণ উদ্ধার, গডফাদার উদ্ধার, সন্ত্রাস দমন, চোরাচালান মুখ্য হলো ছবি তোলা। এবং পত্রিকায় ছাপানো দেখে পুলক লাভ বহিঃপ্রকাশ ঘটে হাসি দ্বারা। এই কারণেই পুলিশ এক নিরীহ গৃহ ১০০ টাকার ভাংনোট পাকা অমানবিকভাবে কারাগারে ঢোকা কখনও পুলিশকে থামাতে পারে না।

গত ১০ মে ভোরের কাগজে নিশান কলেবরে একটা চিঠি ছাপা দিয়ে দাবি করেছেন যিনি, সে পার্জিত নামের একজনকে সরাতে চেয়েছেন ওই লোকের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে প্রদর্শন বা দেশের সব আমলের (বিশেষ করে জিয়া) বাঘাবাঘা সব নেতার সঙ্গে মুখের ছবি। দেওয়ালের কোথাও চিঠি নামক নসিহতের ১২ পয়েন্টে একই রকম হলেও ৫ নম্বরে আ ধর্মিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্য হবে। এবার উনি শিক্ষামন্ত্রী কী হয়ে যান কোথায়? পেটে খাদ্য পরনে কাপড় নেই, তাদের কাছে ছাড়া আর কি হতে পারে!

মনজুরুল হক : কলাম লেখক।